## ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ রোজ রবিবার সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের ২১২তম বৈঠকের কার্যবিবরণী

১ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন-এর পরিচালনা পর্ষদের ২১২তম বৈঠক ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ রোজ রবিবার সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় পিকেএসএফ ভবনের ১২তম তলায় অবস্থিত নবনির্মিত সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। পিকেএসএফ এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, ড. এম. এ. কাশেম, ড. এ. কে. এম. নূর-উন-নবী, জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, জনাব নিহাদ কবির এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

২ পর্ষদ সচিব জনাব একিউএম গোলাম মাওলা, মহাব্যবস্থাপক বৈঠকের কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করেন।

| | | |
|---|---|---|
| আলোচ্য বিষয় নং-১ | ঃ | বৈঠকের নির্ধারিত আলোচ্যসূচি বিবেচনা ও অনুমোদন। |

৩ ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভার জন্য প্রণীত খসড়া আলোচ্যসূচিতে নিম্নলিখিত ১টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব করেন। উল্লিখিত স্মারক অন্তর্ভুক্ত করে এবং আলোচ্য বিষয়ের ক্রমিক নম্বর, স্মারক নম্বর, ক্রম ইত্যাদি পুনঃনির্ধারণ করে সভার জন্য মোট ২৬টি বিষয় সম্বলিত আলোচ্যসূচি অনুমোদন করা হয়ঃ

| | | |
|---|---|---|
| নতুন আলোচ্য বিষয় | ঃ | জনাব মোঃ আবদুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক- এর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি প্রদান প্রসঙ্গে। |

| | | |
|---|---|---|
| আলোচ্য বিষয় নং-২ | ঃ | পরিচালনা পর্ষদের ২১১তম বৈঠকের কার্যবিবরণী অনুমোদন। |

৪ বিগত ২৩ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ এর পরিচালনা পর্ষদের ২১১তম সভার কার্যবিবরণী পাঠ অন্তে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

| | | |
|---|---|---|
| আলোচ্য বিষয় নং-৩ | ঃ | ফাউণ্ডেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতির ওপর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বক্তব্য। |

৫ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২৩ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ২১১তম পর্ষদ সভার পর হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ফাউণ্ডেশনের কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে পর্ষদকে অবহিত করেন যার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

৫.১ পিকেএসএফ কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩,৩১৭.০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে মূল কার্যক্রমের আওতায় ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩,৩০১.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৯৯.৫২ ভাগ) এবং প্রকল্পের আওতায় ১৬.০০ কোটি টাকা (শতকরা ০.৪৮ ভাগ)। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ২০-১২-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ হয়েছে ১,৫১৮.৭১ কোটি টাকা (মূলস্রোত ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ১,৫১৪.৩৬ কোটি এবং প্রকল্পের আওতায় ৪.৩৫ কোটি টাকা)। বিগত অর্থবছরের একই সময়ে ঋণ বিতরণ হয়েছিল ১,৪৪০.০০ কোটি টাকা। পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বরাবরের মত ঋণ কার্যক্রমের সার্বিক গুণগতমান অক্ষুণ্ন রেখে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া, পিকেএসএফ-এর সার্বিক ঋণ কার্যক্রম ও প্রকল্প, প্রশিক্ষণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি বিষয়ক কার্যক্রম ইত্যাদি সংক্রান্ত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা অক্ষুণ্ন রেখে অর্জন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৫.২ দেশের প্রকৃতি, জলবায়ু ও পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য সভাপতি মহোদয়কে প্রকৃতি ও জীবন ফাউণ্ডেশন-চ্যানেল আই "প্রকৃতি সংরক্ষণ পদক-২০১৭" প্রদান করা হয়েছে। বিগত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ বিজয় দিবসে আয়োজিত এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে এই পদক তুলে দেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি মহোদয়ের জীবন ও কর্মের ওপর নির্মিত দুইটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়। সভাপতি মহোদয়

১৬.৭ বর্ণিত প্রেক্ষিতে, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সহযোগী সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের মধ্যে আর্থিক লেনদেন Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN) পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার বিষয়টি পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করার জন্য মেমো উপস্থাপন করা হলো। উল্লেখ্য, পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্তকর্তাদের সাথে আলোচনা করে চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ ও সময় নির্ধারণ পূর্বক চুক্তি স্বাক্ষর করা যেতে পারে ।

**সিদ্ধান্তঃ**

১৬.৮ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সহযোগী সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের মধ্যে আর্থিক লেনদেন Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN) পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার বিষয়টি পরিচালনা পর্ষদ অবহিত হয়। ২০১৮ সালের ১৫ জানুয়ারির মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।

| | | |
|---|---|---|
| **আলোচ্য বিষয় নং-১৫** | ঃ | **পিকেএসএফ-এ ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ প্রসঙ্গে।** |
| **স্মারক নং- ২০৮/২০১৭** | | |

**প্রস্তাবনাঃ**

১৭ পিকেএসএফ-এর ওয়েব পোর্টালে ই-টেন্ডারিং সফটওয়্যার বাস্তবায়নের বিষয়টি বিগত ২৬/০১/২০১৬ তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদন হয়। সে অনুযায়ী পিকেএসএফ-এ ই-টেন্ডারিং সফটওয়্যার বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অধিনস্থ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানে (যেমন: বিএসইসি, বীমা বা মাইক্রোক্রেডিট প্রতিষ্ঠানসমূহ) ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করার জন্য বিগত ২৮/০৩/২০১৭ ইং তারিখে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সম্বলিত পত্র পিকেএসএফ-এ প্রেরণ করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের চিঠির প্রেক্ষিতে পিকেএসএফ হতে সিপিটিইউ-এর ই-টেন্ডারিং সফটওয়্যারে Registration সম্পন্ন করা হয় এবং পিকেএসএফ-এর ৫ জন কর্মকর্তাকে সিপিটিইউ আয়োজিত প্রশিক্ষণে উপরোক্ত ই-টেন্ডারিং সফটওয়্যার বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। একইসাথে পিকেএসএফ-এর নিজস্ব ই-টেন্ডারিং সফটওয়্যার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত করা হয়।

১৭.১ CPTU-এর ই-টেন্ডারিং সফটওয়্যার পিকেএসএফ-এ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুবিধা ও অসুবিধা পর্যালোচনা করে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রশাসন এবং আইটি শাখার সমন্বয়ে একটি সভা করার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বিগত ২১৩তম সমন্বয় সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন। সে অনুযায়ী বিগত ২০/০৭/২০১৭ তারিখে উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিভিন্ন বিভাগ/শাখা যেমন: কার্যক্রম, প্রশাসন, অর্থ, নিরীক্ষা, গবেষণা, আইটি ও প্রকল্পের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার পরামর্শ অনুযায়ী পিকেএসএফ-এ CPTU-এর ই-টেন্ডারিং সফটওয়্যার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কিত সার্বিক বিষয় পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপন করা হয়। পরিচালনা পর্ষদ উপরোক্ত বিষয়টি পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে:

"পিকেএসএফ-এর নিজস্ব ই-টেন্ডারিং সফটওয়্যার তৈরী করে তা বাস্তবায়ন করা। এক্ষেত্রে, Public Procurement Rule (PPR)-এর নীতিমালা অনুসরণ করে পিকেএসএফ-এর নিজস্ব ই-টেন্ডারিং সফটওয়্যার তৈরী করার জন্য পর্ষদ পরামর্শ প্রদান করে।"

১৭.২ সম্প্রতি স্মারক নং-৫৩.০০.০০০০.৩১২.১৬.০০২.১৭-২৬৯, তাং-০৫/১১/২০১৭ মোতাবেক ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখার উপসচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে একটি চিঠি পিকেএসএফ-এ প্রেরণ করা হয়। উক্ত চিঠি অনুসারে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে CPTU-এর সাথে যোগাযোগ করে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি বাস্তবায়নের আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয় যে, সরকারী সকল প্রতিষ্ঠানের ই-জিপি পোর্টালে অন্তর্ভূক্ত হয়ে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সুতরাং অন্য কোন উপায়ে ই-টেন্ডারিং বাস্তবায়নের সুযোগ নেই' মর্মে নির্দেশনা রয়েছে।

১৭.৩ অনুচ্ছেদ ১৭.১-এ উল্লেখিত পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত এবং অনুচ্ছেদ ১৭.২-এ উল্লেখিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের চিঠির প্রেক্ষিতে পিকেএসএফ-এ ই-টেন্ডারিং সফটওয়্যার বাস্তবায়নের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য গত ২৪/১২/২০১৭ তারিখে উপ ব্যবস্থাপনা পরিচলাক (প্রশাসন) মহোদয়ের সভাপতিত্বে পুনরায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কার্যক্রম, প্রশাসন, অর্থ, নিরীক্ষা, গবেষণা, আইটি বিভাগ/শাখাসহ বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভার আলোচিত বিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ

১৭.৪ সভার শুরুতে পিকেএসএফ-এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয় পিকেএসএফ-এর প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান সরকারী/বেসকারী এ বিষয়ে আলোচনায় না গিয়ে নিজেদের জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা অনুসরণ করার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। তবে পিকেএসএফ-এর সকল ক্রয় PPR অনুসরণ করে সম্পাদন করার বিষয়টি তিনি সভায় উল্লেখ করেন।

সেক্ষেত্রে পিকেএসএফ CPTU-এর আওতায় ক্রয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য একটি সহায়িকা (Guideline) প্রস্তুত করে তা অনুসরণ করতে পারে।

১৭.৫ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়সমূহ প্রকল্পের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পাদন করা হয়। তবে দাতা সংস্থা হতে উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত অংকের বেশি টাকার ক্রয়সমূহ CPTU-এর আওতাধীন PPR অনুসরণ করে সম্পাদন করা হয়। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র CPTU-এর মাধ্যমে যে সকল ক্রয় সম্পাদন করতে হবে সে সকল ক্রয়ের জন্য Annual Procurement Plan প্রস্তুত করে CPTU-এর ওয়েব পোর্টালে প্রকাশ করা যেতে পারে বলে সভায় আলোচনা করা হয়।

১৭.৬ কিছু ক্রয় CPTU-এর মাধ্যমে আর কিছু ক্রয় প্রকল্পের নির্ধারিত নিয়মে করা হলে এ বিষয়টি কিভাবে সমর্থন যোগ্য হবে সে বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এছাড়া CPTU-এর বাইরে থেকে ক্রয়সমূহ কিসের ভিত্তিতে করা হবে তার যথাযথ ভিত্তি থাকা বাঞ্চনীয় হবে বলে সভায় উল্লেখ করা হয়।

১৭.৭ কিছু ক্রয় CPTU-এর মাধ্যমে আর কিছু ক্রয় প্রকল্পের নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী সম্পাদন করার বিষয়টি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মেমোরেন্ডাম দ্বারা সুনির্ধারিত থাকতে হবে বলে সভায় উল্লেখ করা হয়। তবে CPTU-এর বাইরে থেকে ক্রয়সমূহ নির্ধারিত প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী সম্পাদন করা সম্ভব হবে বলে সভাকে অবহিত করা হয়।

১৭.৮ দাতা সংস্থাসমূহের অর্থে ক্রয়ের ক্ষেত্রে CPTU-এর মাধ্যমে সম্পাদিত ক্রয়সহ সকল ক্রয়ের জন্য Annual Procurement Plan প্রস্তুত করে CPTU-এর ওয়েব পোর্টালে প্রকাশ করা প্রয়োজন বলে সভায় উল্লেখ করা হয়।

১৭.৯ সকল প্রকার ক্রয়ের জন্যই PPR অনুসরণ করা বাঞ্চনীয় হবে। এ বিষয়ে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮-এ উল্লেখিত এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সভায় আলোচনা করা হয়।

১৭.১০ PPR অনুসরণ করে ক্রয় সম্পাদনের জন্য বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান থাকা আবশ্যক। এছাড়া ক্রয় সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধাপের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা অনুসরণ করার প্রয়োজন রয়েছে বলে সভায় উল্লেখ করা হয়।

১৭.১১ সভায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮-এ উল্লেখিত কতিপয় ধারা অনুসারে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়:

(ক) যে সকল ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন প্রযোজ্য হবে-

- কোন ক্রয়কারী কর্তৃক সরকারী তহবিলের অর্থ দ্বারা কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়;
- কোন সরকারী, আধা-সরকারী বা কোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়;
- কোন কোম্পানী, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত, সরকারী তহবিলের অর্থ দ্বারা কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়;
- কোন উন্নয়ন সহযোগী, বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থার সহিত সরকারের সম্পাদিত কোন ঋণ, অনুদান বা অন্য কোন চুক্তির অধীন কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়: [তবে শর্ত থাকে যে, সম্পাদিত কোন চুক্তির শর্তে ভিন্নতর কিছু থাকিলে উক্ত চুক্তির শর্ত প্রাধান্য পাইবে।]

(খ) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট-এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মূল্যসীমা-

১) পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার মূল্যসীমা:

- ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত উন্মুক্ত ও সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে ক্রয়;
- ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত সরাসরি দরপত্র পদ্ধতিতে ক্রয়;
- ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতিতে ক্রয়;
- জাতীয় পতাকাবাহী বাহন ও বৈদেশিক মিশনসমূহের ক্ষেত্রে ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতিতে ক্রয়।

২) কার্য এবং ভৌত সেবার মূল্যসীমা:

- ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত উন্মুক্ত ও সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে ক্রয়;
- ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত সরাসরি দরপত্র পদ্ধতিতে ক্রয়;
- ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতিতে ক্রয়।

৩) সেবাসমূহের মূল্যসীমা:

- ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত সর্বনিম্ন ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতিতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়;
- ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত একক উৎসভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতিতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়;
- ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতিতে জরুরী ও অদৃষ্টপূর্ব সেবা ক্রয়।

(গ) ক্রয় পরিকল্পনা CPTU-এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ-

- ১ (এক) কোটি টাকা বা তার তদূর্ধ্ব মূল্যের কার্য, পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে;
- ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা বা তার তদূর্ধ্ব মূল্যের ভৌত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে;
- ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা বা তার তদূর্ধ্ব মূল্যের বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়।

১৭.১২ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী i) যে সকল ক্ষেত্রে PPR প্রযোজ্য, ii) ক্রয় মূল্যসীমা ও iii) ক্রয় পরিকল্পনা CPTU-এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ বিষয়সমূহ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, পিকেএসএফ-এর সকল ক্রয় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করে সম্পাদন করতে হবে। উপরোক্ত ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্যসীমা অনুযায়ী যে সকল ক্রয় ই-জিপি পোর্টালের মাধ্যমে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পাদন করতে হবে সেক্ষেত্রে ই-জিপি পোর্টালের মাধ্যমে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্রয় সম্পাদন করা যেতে পারে।

১৭.১৩ বর্ণিত প্রেক্ষিতে পিকেএসএফ-এ ক্রয় কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনাসমূহ সদয় বিবেচনা করা যেতে পারে:

(১) পিকেএসএফ-এর সকল ক্রয় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করে সম্পাদন করা যেতে পারে। এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রস্তুতির জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ১ জুলাই থেকে এটি শুরু করা যেতে পারে।

(২) ক্রয় পরিকল্পনা CPTU-এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ ও ক্রয় মূল্যসীমা অনুযায়ী যে সকল ক্রয় ই-জিপি পোর্টালের মাধ্যমে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পাদন করতে হবে সেক্ষেত্রে ই-জিপি পোর্টালের ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

(৩) প্রকল্পের আওতায় ক্রয়সমূহ দাতা সংস্থাসমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পাদন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রকল্পসমূহ প্রশাসন শাখার সহায়তায় ক্রয় সংক্রান্ত কাজের অনুমোদন গ্রহণ করবে।

(৪) পিকেএসএফ-এর ক্রয় কাজ সম্পাদনের জন্য পরিচালনা পর্ষদের ২১০তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিজস্ব ই-টেন্ডারিং সফটওয়্যার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। কিন্তু সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য এবং ভৌত সেবা ও সেবাসমূহ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্যসীমা অনুযায়ী ই-জিপি পোর্টালের মাধ্যমে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্রয় সম্পাদন করার নির্দেশনা রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে পিকেএসএফ-এর নিজস্ব ই-টেন্ডারিং সফটওয়্যার বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের কোন সুযোগ নাই।

১৭.১৪ অনুচ্ছেদ-১৭.১৩ এ উল্লেখিত প্রস্তাবনাসমূহ সদয় অনুমোদনের জন্য পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করা হয়।

<u>সিদ্ধান্তঃ</u>

১৭.১৫ ২০১৮ সালের ১ জুলাই থেকে পিকেএসএফ-এর সকল ক্রয় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করে সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত আইন ও বিধিমালার আওতায় সকল ক্রয় সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রশিক্ষণসহ যাবতীয় প্রস্তুতি সুসম্পন্ন করার জন্য পর্ষদ প্রশাসন বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করে।

১৭.১৬ ক্রয় পরিকল্পনা CPTU-এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার এবং ক্রয় মূল্যসীমা অনুযায়ী যে সকল ক্রয় ই-জিপি পোর্টালের মাধ্যমে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পাদন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে ই-জিপি পোর্টালের ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া, ক্রয় পরিকল্পনা CPTU-এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করাসহ ই-জিপি পোর্টালের মাধ্যমে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ক্রয় সম্পাদন করার কার্যাদি পিকেএসএফ-এর প্রশাসন বিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন করার জন্য পর্ষদ পরামর্শ প্রদান করে। এক্ষেত্রে, প্রশাসন বিভাগের অনুরোধক্রমে আইটি শাখা কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

১৭.১৭ উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক অর্থায়নকৃত প্রকল্পের আওতাভুক্ত ক্রয়সমূহ উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত হয়। এক্ষেত্রে, প্রকল্পসমূহ প্রশাসন শাখার সহায়তায় ক্রয় সংক্রান্ত কাজের অনুমোদন গ্রহণ করবে।

১৭.১৮ পিকেএসএফ-এর ক্রয় কাজ সম্পাদনের জন্য বিগত ১৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ২১০তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পিকেএসএফ-এর নিজস্ব ই-টেন্ডারিং সফটওয়্যার বাস্তবায়নের যে প্রক্রিয়া বর্তমানে চলমান রয়েছে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তা বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়।

| | | |
|---|---|---|
| আলোচ্য বিষয় নং-১৬<br>স্মারক নং- ২০৯/২০১৭ | ঃ | সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় নতুন ০৭টি ইউনিয়নে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার প্রস্তাব অনুমোদন প্রসঙ্গে। |

প্রস্তাবনাঃ

১৮ পিকেএসএফ ১৯৯০ সাল থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ-এর বর্তমান চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমে নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মানবকেন্দ্রিক সমন্বিত উন্নয়নের ধ্যান-ধারণার আলোকে পিকেএসএফ ২০১০ সালের গোড়ার দিকে তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র পরিবারসমূহকে লক্ষ্যভুক্ত করে সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচন-উদ্দীষ্ট "দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)" শীর্ষক একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। ইংরেজিতে এর নামকরণ করা হয় "*Enhancing Resources and Increasing Capacitites of Poor Households Towards Elimination of their Poverty (ENRICH)*"। এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলোর বর্তমান সম্পদ ও সক্ষমতা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তার মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমতায়িত করা যাতে তাঁরা প্রথমে তাঁদের নিজস্ব সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেন। ক্রমে তাঁদের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে টেকসইভিত্তিতে আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে চলতে পারেন এবং প্রত্যেকে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। বর্তমান সরকারের কল্প-২০২১ (*Vision-2021*)-এ বিধৃত মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের মূল ধারণা এই কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

১৮.১ প্রথম পর্বে ৪৩টি ইউনিয়নে এ কর্মসূচি শুরু করা হয় এবং ২য় ও ৩য় পর্বে ১৪৮টি ইউনিয়নে সম্প্রসারণ করে বর্তমানে সর্বমোট ১১৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৬৪টি জেলার ১৫৬টি উপজেলার ১৯১টি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। টেকসইভাবে একটি পরিবারকে দারিদ্র্যমুক্ত করে সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণ-প্রচেষ্টায় অবদান রাখাই এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। সংশ্লিষ্ট পরিবার, সহযোগী সংস্থা, পিকেএসএফ ও ইউনিয়ন পরিষদ যৌথভাবে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

১৮.২ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় চলমান কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতির চিত্র (অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত) : সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে ৩৬০ জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও ২,৫০৫ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক-এর মাধ্যমে প্রতিমাসে শতভাগ খানা পরিদর্শন ও উঠান বৈঠক আয়োজন, শাখা পর্যায়ে দৈনিক স্ট্যাটিক ক্লিনিক, সাপ্তাহিকভাবে স্যাটেলাইট ক্লিনিক, ত্রৈমাসিকভাবে স্বাস্থ্য-ক্যাম্প এবং রেফারেল সার্ভিসের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করার লক্ষ্যে ইউনিয়নসমূহে ৫,২৯১টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিশু শ্রেণি থেকে ২য় শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ১,৩৮,২৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়মিত বৈকালিক পাঠদান করা হচ্ছে। এছাড়াও যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় কারিগরি ও নেতৃত্ব বিকাশের প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, কমিউনিটি-ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রত্যেক ইউনিয়নের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন/মেরামত এবং এলাকার রাস্তাসমূহে ছোট ছোট সাঁকো/কালভার্ট তৈরি, ঔষধি গাছ 'বাসক' চাষাবাদ, প্রতিটি ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে ৯টি সমৃদ্ধিকেন্দ্র নির্মাণ, সকল ইউনিয়নে ২,৭১৫টি সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি, ৮৪৬ জন উদ্যমী সদস্য (ভিক্ষুক) পুনর্বাসন, ৪৪ জন অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে পুনর্বাসন, ৩১,৯৯৮টি খানায় বন্ধুচুলা, ৬৪,৬৬৫টি খানায় সোলার হোম-সিস্টেম, ১,০৮৭টি ভার্মিকম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপন, ৪,৫৩৯ টি অতিদরিদ্র পরিবারকে (মহিলাপ্রধান ও প্রতিবন্ধী সদস্য) বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে পিকেএসএফ-এর চলমান সকল ধরনের ঋণ কার্যক্রম ছাড়াও বিশেষ তিন ধরনের ঋণ (১. টেকসই আয়বর্ধনমূলক ঋণ, ২. জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঋণ ও ৩. সম্পদ সৃষ্টি ঋণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত তিনটি খাতে মাঠ পর্যায়ে মোট ৬১২.৪০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে সংস্থা পর্যায়ে ১০৩.৩৮ কোটি টাকা ছাড়করণ করা হয়েছে।

১৮.৩ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় নতুন ০৭ (সাত) টি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি সম্প্রসারণের প্রস্তাবনা: সহযোগী সংস্থাসমূহে সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নসমূহের জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন সভা/সেমিনারে কর্মসূচির প্রাথমিক সাফল্যের বিষয়ে আলোচনা করে থাকেন। সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধানগণ আরো অধিক ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি

ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সকল সংস্থায় সফটওয়্যার বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার জন্য আইটি শাখা হতে নিয়মিতভাবে মাঠ পরিদর্শন করা হচ্ছে এবং কার্যক্রম শাখার মাধ্যমে তাগাদা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

৪৩ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিরাপদ ও কার্যকর করাসহ নিরাপদ তথ্য সংরক্ষণের জন্য Disaster Recovery System ও Disaster Recovery Site অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইটি) জনাব এম. এ. মতিন পর্ষদকে জানান যে, (ক) পিকেএসএফ-এর LAN System হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমস্যার জন্য যাতে বন্ধ না হয়ে যায় সেজন্য Windows Server 2012 R2-এর মাধ্যমে Active Directory Service চালু করা হয়েছে। উক্ত LAN System-এ ২টি সার্ভার এক সাথে কার্যরত রয়েছে। কোন কারণে একটি সার্ভারে সমস্যা হলে অপর সার্ভারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপরোক্ত LAN System চালু থাকবে; (খ) নিরাপদে তথ্য সংরক্ষণের জন্য পিকেএসএফ-এর ডাটা সেন্টারে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন NetApp স্টোরেজ স্থাপন করা হয়েছে। স্টোরেজটিতে ৯০০জিবি করে ১২টি হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ রয়েছে। হার্ড ডিস্ক ড্রাইভগুলো RAID Level-5.2 কনফিগার করা আছে। ফলে কোন হার্ডডিস্ক ড্রাইভ নষ্ট হলে চালু অবস্থাতেও নষ্ট হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ Replace করা সম্ভব হবে। এতে করে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ নষ্ট হওয়ার কারণে কোন তথ্য নষ্ট হবে না এবং সার্ভারও বন্ধ হবে না। (গ) উপরোক্ত NetApp স্টোরেজ-এর সাথে ২টি Sun Oracle Server X5-2 সরাসরি সংযুক্ত। ফলে সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করা বিভিন্ন বিভাগ/শাখার কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি Sun Oracle Server X5-2 এর মাধ্যমে উপরোক্ত স্টোরেজ-এ সংরক্ষণ করা হয়। স্টোরেজটির সাথে ২টি Sun Oracle Server X5-2 সরাসরি সংযুক্ত রয়েছে বিধায় কোন কারণে একটি ডাটাবেজ সার্ভার নষ্ট হলে অপর ডাটাবেজ সার্ভারের মাধ্যমে সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনার সকল সফটওয়্যার চালু রাখা সম্ভব হবে। ফলে একটি সার্ভার নষ্ট হলেও অপর সার্ভারের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর সকল বিভাগ/শাখায় কার্যক্রম চালু রাখা সম্ভব হবে; (ঘ) প্রতিদিন স্টোরেজ থেকে সকল তথ্য Backup করা হয়। উক্ত Backup-এর একটি কপি পিকেএসএফ-এর ডাটা ভোল্টে সংরক্ষণ করা হয় এবং একটি কপি পোর্টেবল হার্ড ডিস্কের মাধ্যমে অফিসের বাইরে সংরক্ষণ করা হয়। উপরোক্ত Backup কপির মাধ্যমে সকল ডাটা Restore করা যায় কি না তা প্রতি সপ্তাহ শেষে পরীক্ষা করা হয়। উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইটি) পিকেএসএফ-এর Disaster Recovery Site প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জানান যে, (ক) আইসিটি মন্ত্রণালয় থেকে ২৮টি হাইটেক পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত হাইটেক পার্কসমূহের মধ্যে কালিয়াকৈর (গাজীপুর) হাইটেক পার্ক ও যশোর হাইটেক পার্ক Disaster Recovery Site হিসাবে ব্যবহারের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে উপরোক্ত হাইটেক পার্কসমূহের উন্নয়নের কাজ চলছে। আগামী ২০১৮ সালের মধ্যে উপরোক্ত পার্কসমূহ চালু করা সম্ভব হবে বলে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে জানা গেছে। (খ) উপরোক্ত পার্ক Disaster Recovery Site হিসাবে ব্যবহার করা হলে কম খরচে এবং নিরাপত্তার সাথে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে ও নিরাপত্তার সাথে তথ্যও সংরক্ষণ সম্ভব হবে। সরকারিভাবে তৈরী হাইটেক পার্কসমূহকে Disaster Recovery Site হিসাবে ব্যবহারের বিষয়টি পিকেএসএফ-এর আইসিটি পলিসিতে উল্লেখ করা হয়েছে। উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইটি) নিরাপদে তথ্য সংরক্ষণ এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য Disaster Recovery Site-এ যে সকল সার্ভিস নিশ্চিত করা প্রয়োজন তার সবই পিকেএসএফ-এর ডাটা সেন্টারে চালু করা হয়েছে। ফলে পিকেএসএফ-এর ডাটা সেন্টার তথ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য সংরক্ষণের জন্য নিরাপদ হিসাবে বিবেচনা করা যায়। সরকার কর্তৃক কালিয়াকৈর (গাজীপুর) হাইটেক পার্ক ও যশোর হাইটেক পার্ক এর উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সুবিধাজনক পার্ক নির্বাচন করে Disaster Recovery Site প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে পর্ষদকে অবহিত করা হয়।

৪৪ পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার তথা পিকেএসএফ-এর ডিজিটালাইজেশন-এর অগ্রগতি সম্পর্কে উপস্থাপিত প্রতিবেদন সম্পর্কে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। পিকেএসএফ-এর ডিজিটালাইজেশনের ক্ষেত্রে এযাবৎ অগ্রগতি প্রত্যাশার তুলনায় কম হয়েছে বলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন। সভাপতি মহোদয় আগামী এপ্রিল ২০১৮ এর মধ্যে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমে যথাযথ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিতকরণে পিকেএসএফ-এর ডিজিটালাইজেশন সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, আগামী ৩ (তিন) সপ্তাহের মধ্যে সভাপতি মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি উচ্চ-পর্যায়ের সভা আয়োজন করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। উক্ত সভায় পিকেএসএফ-এর আইটি শাখা পিকেএসএফ-এ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার তথা পিকেএসএফ-এর ডিজিটালাইজেশন-এর অগ্রগতি সম্পর্কে একটি উপস্থাপনা প্রদান করবে। উক্ত সভায় পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা, সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখাসমূহের নির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তাগণ এবং বিশেষ আমন্ত্রণে পিকেএসএফ-এর সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য নিয়োজিত পরামর্শক উপস্থিত থাকতে পারেন। উক্ত সভায় সভাপতি মহোদয়ের প্রদত্ত দিক-নির্দেশনা পিকেএসএফ-এর ডিজিটালাইজেশন-এর কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করবে বলে পর্ষদ অভিমত ব্যক্ত করে।

৪৫ সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ আবদুল করিম)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

(কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ)
সভাপতি